ডিসেম্বর ২০১৫ ■ অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪২২ ■ সফর-রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ ■ বর্ষ ০৩ ■ সংখ্যা ০৮ ■

৩২তম বর্ষপূর্তি সংখ্যা

এস ই এল বার্তা

www.sel.com.bd | The Structural Engineers Ltd. এর মুখপত্র | e-mail : info@sel.com.bd

বর্ষপূর্তি আবাসন মেলা-২০১৫

তারিখ: ০৬-৩১ ডিসেম্বর, ২০১৫ | সময়: সকাল ১০টা-সন্ধ্যা ৬টা | স্থান: SEL সেন্টার (২য় তলা), পান্থপথ, ঢাকা-১২০৫

আকর্ষণীয় মূল্য ছাড় | রেডি ফ্ল্যাটে প্যাকেজ মূল্য

আল-কুরআনের বাণী

"যারা সুদ খায় তারা শয়তানের প্রভাবে মোহাবিষ্ট ব্যক্তির মতো (কিয়ামতে) হাজির হবে। তারা বলে, 'সুদতো ব্যবসার মতোই' অথচ আল্লাহ্ ব্যবসা হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন।"

– সূরা বাকারা, আয়াত- ২৭৫

আল-হাদীসের বাণী

হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লা'নত (অভিশাপ) করেছেন যে সুদ খায় তার প্রতি, যে সুদ দেয় তার প্রতি, যে সুদের দলিল লিখে তার প্রতি, যে দুই জন সুদের সাক্ষী হয় তাদের প্রতি। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটাও বলেছেন যে, (গুনাহ্গার সাব্যস্ত হওয়ায়) তারা সকলেই সমান।"

- মুসলিম শরীফ

শুভেচ্ছা

সম্মানিত ল্যান্ডওনার, গ্রাহক, ঠিকাদার, সরবরাহকারী, শুভাকাঙ্ক্ষী, শুভানুধ্যায়ী, সর্বস্তরের শ্রমিক ও SEL পরিবারের সকল সদস্যকে জানাই SEL এর **৩২তম বর্ষপূর্তির** শুভেচ্ছা।

- এস.ই.এল. বার্তা

পথ চলার ৩২ বছর

আগামীর পথে দি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ

আমানুল্লাহ্ নোমান ॥ ১৯৮৩ সালের ৬ ডিসেম্বর ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আব্দুল আউয়াল এর নেতৃত্বে যাত্রা নেয়া "দি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স" বত্রিশ বছর পূর্ণ করেছে। অনেক পথ পেড়িয়ে এস.ই.এল এগিয়ে চলছে সামনের দিকে। ১৯৮৩ সালের ৬ ডিসেম্বর যাত্রাকারী এ প্রতিষ্ঠান ১৯৮৭ সালে জয়েন্ট স্টকে নিবন্ধিত হয়ে নতুনভাবে যাত্রা শুরু করে। শুরুতে সততার সাথে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় ঠিকাদারি ব্যবসায় নিয়োজিত থেকে সফল হয় অত্র প্রতিষ্ঠান। অর্জিত সফলতাকে পুঁজি করে ব্যবসার পাশাপাশি ১৯৯৫ সালে একটি প্রকল্পের কাজ শুরুর মাধ্যমে আবাসন জগতে পদচারণা শুরু করে ১৯৯৭ সালে তা সমাপ্ত করে গ্রাহকদের কাছে হস্তান্তর করে।

তাছাড়া এস ই এল এর বিশ্বাস সম্মানিত ক্রেতা সাধারণ/জমির মালিকবৃন্দ কোন অবস্থাতেই কোম্পানির প্রতিপক্ষ নন বরং কোম্পানির ব্যবসার গুরুত্বপূর্ন অংশীদার। শুধু ব্যবসার জন্যই ব্যবসা নয়। "ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য পরিকল্পিত আবাসন গড়াই আমাদের স্বপ্ন" এই ভিশন এবং "সর্বোচ্চ গ্রাহক সন্তুষ্টি ও পরিবেশ বান্ধব বাসস্থান নির্মাণই আমাদের লক্ষ্য" এই মিশনকে সামনে রেখে ১৯৯৮ সালে ঠিকাদারি ব্যবসা ছেড়ে রিয়েল এস্টেট জগতে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করে দি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ। বলা বাহুল্য যে, এস ই এল কাজের মান নিয়ন্ত্রণ, নির্দিষ্ট সময়ে প্রকল্প হস্তান্তর, সর্বোপরি বিক্রয়োত্তর গ্রাহক সেবা প্রদানের মাধ্যমে রিয়েল এস্টেট জগতে এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

প্রথমে মাত্র একটি প্রকল্প নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও বর্তমানে চলতি প্রকল্পের সংখ্যা চুয়াল্লিশ এর কোটায়। আরও ২৫টি প্রকল্পের কাজ শুরুর অপেক্ষায় রয়েছে। ইতিমধ্যে সফলতার সাথে ১৪৩টি প্রকল্প হস্তান্তর করেছে।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আব্দুল আউয়াল এর সুযোগ্য নেতৃত্ব এবং 'টোটাল কোয়লিটি ম্যানেজমেন্ট' চর্চাই এস ই এল-কে তার বর্তমান অবস্থায় নিয়ে এসেছে। ১৯৯৫ সাল থেকে অত্র প্রতিষ্ঠান 'টোটাল কোয়লিটি ম্যানেজমেন্ট' চর্চা করে আসছে। মান সম্মত কাজের জন্য "টি কিউ এম" চর্চার বিকল্প নেই, এই মতাদর্শে অনুপ্রাণীত হয়ে প্রতিষ্ঠানের সকল কাজ পরিচালিত হচ্ছে। গ্রাহক সেবা ও কাজের মানের ব্যাপারে "দি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ" আপোষহীন। এ জন্য প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিষদ আন্তরিকতার সাথে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

'টি কিউ এম' চর্চার অন্যতম ৩টি বাহন যথা– '৫-স', কোয়ালিটি কন্ট্রোল সার্কেল (কিউ সি সি) এবং 'কাইজেন' কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে আবাসন জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী একটি প্রতিষ্ঠান "দি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড"। এ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিষদের প্রধান থেকে শুরু করে প্রায় সদস্যই 'টি কিউ এম' চর্চার উপর দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। এ প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা প্রায়সই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত "টি কিউ এম" সংক্রান্ত বিভিন্ন সেমিনার ও কনভেনশনে অংশ গ্রহণ করেন।

এছাড়া এ প্রতিষ্ঠান অর্জিত সুনাম অক্ষুন্ন রাখার পাশাপাশি তা আরও বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'টি কিউ এম' চর্চার পাশাপাশি 'আইএসও' এর নিয়ম-নীতি অনুসারে একটি 'কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' (কিউএমএস) প্রতিষ্ঠা, বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে ২০১০ সালের শুরুতে 'আই এস ও' সনদ অর্জন করে। অর্জিত এই সনদের যথাযথ মর্যাদা রক্ষা করতে প্রতিষ্ঠানের সকলেই বদ্ধপরিকর।

যাত্রাকালে বেতনভূক্ত জনবল সংখ্যা ছিল মাত্র চারজন। বর্তমানে এর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৮১ জন। এর বাহিরে বিভিন্ন ঠিকাদারের অধীনে নিয়োজিত কর্মীর সংখ্যা প্রায় দুই হাজার। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মীই দীর্ঘ দিন যাবত অত্র কোম্পানীর প্রকল্পে কর্মরত। যে কারনে কাজের গুণগত মান রক্ষা করা অনেকটাই সহজ হচ্ছে।

গুনগত কাজের মাধ্যমে গ্রাহক সন্তুষ্টি এবং কোম্পানীতে কর্মরত সকল কর্মজিবীকে সন্তুষ্ট রেখে স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড এগিয়ে চলছে সামনের দিকে। এস.ই.এল আরও এগিয়ে যাক এমন প্রত্যাশা সকলের।

SEL Auditorium

SEL Centre, 29, West Panthapath, Dhaka-1205

FOR RENT

- Seminar
- Meeting
- Workshop
- Training
- AGM
- Ifter Party
- EGM
- Cultural Prog.
- Conference
- Product Launching
- Press Conference

Cell: 01847 005 790

স্বপ্নপূরণের গল্প

ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আব্দুল আউয়াল
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
দি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'য়ালার যিনি আমাদের সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। ১৯৮৩ সালের ৬ই ডিসেম্বর যে স্বপ্ন নিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ৩২ বৎসর পর সেই স্বপ্ন পূরণের দ্বারপ্রান্তে আজ SEL পরিবার। আর এটা সম্ভব হয়েছে SEL পরিবারের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং দক্ষ কর্মী বাহিনীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়। পাশাপাশি আমাদের গ্রাহক সমাজ এর আস্থা এবং শুভানুধ্যায়ীদের দু'আ ও শুভকামনা আমাদের এই দীর্ঘ পথ চলায় এগিয়ে দিয়েছে। সর্বোপরি আল্লাহ্ তা'য়ালার অসীম দয়া ও রহমত আমাদের অর্জনের পিছনে নিয়ামক হিসাবে কাজ করেছে। এর জন্য মহান আল্লাহ্র দরবারে অবনিত চিত্তে শোক্র করছি।

১৮, এলিফ্যান্ট রোড এর বাসার বারান্দা থেকে মাত্র তিন সদস্যের একটি পরিবার নিয়ে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল আজ সেই পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫৮১ জন। সাথে আছে সহস্রাধিক নিবেদিত প্রাণ দক্ষ কর্মী বাহিনী।

কি সেই স্বপ্ন যা নিয়ে SEL এর যাত্রা শুরু হয়েছিল? প্রফেসর আব্দুল্লাহ্ আবু সাইদ স্যার বলেন– "মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড়।" আর ভারতের প্রয়াত রাষ্ট্রপতি এ.পি.জে আব্দুল কালাম বলেছেন– "ঘুমের মধ্যে আমরা যা দেখি তা আসলে স্বপ্ন নয়, স্বপ্ন তাহাই যা মানুষকে ঘুমাতে দেয় না।"

প্রতিটি মানুষই তার ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্নের জাল বুনে এবং সেটা বাস্তবে পরিণত করার জন্য চেষ্টা করে। কারো বেলায় তা হয় আবার কারো বেলায় হয় না। শুধু স্বপ্ন দেখলেই হবে না তা বাস্তবায়নের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী সুষ্ঠু পরিকল্পনা যেমন প্রয়োজন,

[দ্বিতীয় পাতায় দেখুন]

স্বপ্নপূরণের গল্প

প্রথম পাতার পর

তেমনি সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে কাজ করে যাওয়াটাও জরুরী।

ব্যক্তিগত জীবনে ১৯৭৭ সালের মার্চ মাসে বুয়েট থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ গ্রাজুয়েশন করার পর প্রথমে রানা কনস্ট্রাকশন কোম্পানীতে 'এ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার' হিসাবে কর্মজীবনে প্রবেশ করি। মাত্র তিন মাস সময়ে বুয়েট অডিটরিয়াম প্রজেক্টে কাজ করে বাস্তব জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা অর্জন করি। অতঃপর ইসলাম গ্রুপের অধীনে বি.ডি.সি'র হয়ে আবুধাবী যাওয়ার সুযোগ পেয়েও আর যাইনি। তার অল্প কিছু দিনের মধ্যে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডে 'এ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার' হিসাবে নিয়োগপত্র পাই। এই নতুন চাকুরীতে যোগদান করবো কি করবো না তা নিয়ে ভাবছিলাম। অবশেষে আমার বড় ভাই ইঞ্জিনিয়ার এম.এ. মতিন সাহেব যিনি ১৯৬৭ সালে বুয়েট থেকে গ্রাজুয়েশন করার পর বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডে চাকুরী করছিলেন ওনার পরামর্শে ৯ই নভেম্বর চিটাগাং ইলেকট্রিক সাপ্লাই রিয়াজুদ্দিন বাজার অফিসে যোগদান করি। যে কোন বিবেচনায় ঐ পোস্টিংটি ছিল অত্যন্ত লোভনীয়। যে কারণে অনেকে বিভিন্ন প্রকার তদবীর করে ওখানে যাওয়ার চেষ্টা করতেন। আমাকে অবশ্য তেমনটি করতে হয়নি যেহেতু আমার বড় ভাই পূর্ব থেকেই বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডে চাকুরীরত ছিলেন। কিন্তু অবাক করার বিষয় হলো আমার কাছে মনে হলো ঐ চাকুরীটা আমার জন্য নয়। তাই পরের দিনই সিদ্ধান্ত নিলাম ঐ চাকুরী আমি করবো না এবং তদানুযায়ী চাকুরী ছেড়ে ঢাকায় চলে আসি। অতঃপর মাস দুয়েক ঘুরাঘুরি করে অবশেষে বাংলাদেশ কনসালটেন্টস্ লিঃ (বি.সি.এল) এ চাকুরী করার সুযোগ পেয়ে যাই। এটা ছিল আমার জীবনের অন্যতম পাওয়া। কারণ এখানে প্রায় চার বৎসরব্যাপী অনেক জ্ঞানীগুণী মানুষের সান্নিধ্যে সুনিবিড়ভাবে কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করি। বিশেষ করে দি ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ ও বাংলাদেশ কনসালটেন্ট লিঃ এর প্রতিষ্ঠাতা ইঞ্জিনিয়ার জনাব এম. মজিদ সাহেবের সাথে কাজ করাটা পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার। তাছাড়া বি.সি.এল. এর তৎকালীন পরিচালক এবং বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মাহবুবুল হক সাহেব এর সাথে কাজ করার মাধ্যমে যা শিখেছি তা হয়তো অনেকের সারা জীবনেও হয় না। আমার জীবনের যত অর্জন তার অনেকটাই জনাব মাহবুবুল হক সাহেবের সান্নিধ্যেরই ফসল।

হঠাৎ করেই মনে হলো দেশেতো অনেক কিছুই শিখলাম এবার বিদেশ যাওয়ার একটা সুযোগ পেলে মন্দ হয় না। বিশ্ববিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার এফ.আর. খান যিনি বাংলাদেশেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন, আমেরিকায় না গেলে তিনিও হয়তো অনেকের মতো অখ্যাতই থেকে যেতেন। সুযোগ পেলে আমিও তার মতো না হউক কাছাকাছি কেউ হয়েও যেতে পারি। শুধু আমি কেন বাংলাদেশের আরও অনেকেই আছেন যারা একটু সুযোগ পেলেই কিছু একটা হয়ে যেতে পারেন। অবশেষে ১৯৮১ সালে একটি জাপানী কোম্পানীর হয়ে ইরাক যাওয়ার সুযোগ পেয়ে গেলাম। যাওয়ার আগে বি.সি.এল. এর চাকুরী থেকে অব্যাহতি চেয়ে দরখাস্ত দিলাম। কিন্তু মাহবুবুল হক সাহেব তা গ্রহণ না করে আঠার মাসের বিনা বেতনে ছুটি দিয়ে দিলেন। আমিও তা সানন্দে মেনে নিয়ে অক্টোবর মাসের ১১ তারিখে ইরাকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে ১৩ তারিখ সকালে বাগদাদে পৌঁছে পরের দিন কাজে যোগ দিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আমি যে আশা নিয়ে দেশ ত্যাগ করেছিলাম সেই ধরনের কাজ করে শিখার তেমন সুযোগ সেখানে ছিল না। কারণ সেধরনের কোন কাজের দায়িত্বই আমাদের দেয়া হচ্ছিল না। অতএব, আর সময় নষ্ট না করে দেশে ফিরে আসারই সিদ্ধান্ত নিয়ে অবশেষে সাড় পাঁচ মাসের মাথায় দেশে ফিরে আসলাম।

এসে ভাবছিলাম কি করা যায়। ইরাক যাওয়ার আগে এক ব্যবসায়ী ভদ্রলোক যার একটি বাড়ির স্ট্রাকচারাল ডিজাইন করেছিলাম তিনি আমাকে ইরাক না গিয়ে ব্যবসা শুরু করার জন্য তাগিদ দিচ্ছিলেন। অবশেষে তার কথা মেনে নিয়ে নির্মাণ ব্যবসা শুরু করার সিদ্ধান্ত নিলাম। প্রত্যাশা ছিল আমি ইরাক থেকে ফিরে এসে বি.সি.এল. এর চাকুরীতেই যোগদান করবো। কিন্তু তা না করে আমি ঘুরাঘুরি করছিলাম। আমার ব্যবসার এই নতুন চিন্তা ও সিদ্ধান্তটি মাহবুবুল হক সাহেব কিভাবে যেন টের পেয়ে গেলেন। এরই মধ্যে একদিন বি.সি.এল. অফিসে গেলে তিনি আমাকে তার রুমে ধরে নিয়ে গেলেন। তার প্রশ্ন একটাই আমি কেন নির্মাণ ব্যবসা শুরু করার চিন্তা করছি। ওনার মতে আমার নাকি টাকার প্রয়োজন ছিল না। ব্যবসাতো তারাই করে যাদের অনেক টাকার প্রয়োজন এবং তারা রাতারাতি বড়লোক হতে চায়। এই কথার উত্তরে আমি অনেক কথাই বলেছিলাম যার সারসংক্ষেপ এখানে তুলে ধরছি। টাকার প্রয়োজন নেই এমন কেউতো থাকার কথা নয়, তবে কিভাবে তা উপার্জন করবে সেটা সম্পূর্ণই তার ব্যক্তিগত বিষয়। কেউ ডাকাতি করে, কেউ চুরি করে, কেউ পকেট কাটে আবার কেউ কলমের খোচায় টাকা উপার্জন করে। অন্যদিকে কেউ হাঁড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে কোন না কোন কাজ করে আবার কেউ ভিক্ষা করে। যারা চুরি-ডাকাতি বা অন্য কোন অনৈতিকভাবে অর্থ উপার্জন করে তাদের কথা না হয় বাদই দিলাম কিন্তু যারা কায়িক পরিশ্রম এর মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে তারাতো ইচ্ছে করলেই ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে তা করতে পারে। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে তারা তা করে না কেন? উত্তরটা খুবই সোজা– কারো কাছে হাত পাততে তাদের আত্মসম্মানে বাঁধে।

আলহামদু লিল্লাহ্ অনেকের মতো আমারও আত্মসম্মানবোধ ছিল। যে কারণে অনৈতিক পথে কখনো হাত বাড়াইনি। আসলে আমি আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব সবসময় নিষ্ঠার সাথে পালন করার চেষ্টা করেছি। যদি অনৈতিক পথে পা বাড়াতাম তাহলে আর তা করতে পারতাম না। আরও একটি কথা না বললেই নয়। আমি যে সময়ের কথা বলছি সেটা ছিল ১৯৮২ সালের জুন মাস। তখন যারা নির্মাণ ব্যবসা করতেন তাদের অধিকাংশে ছিল অল্প শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত যারা 'কন্টেকদার' হিসাবে সমাজে পরিচিত ছিলেন। হাতে গোনা কয়েকটি কোম্পানী ছিল যাদের মালিক ছিলেন গ্রাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার যার মধ্যে দি ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ, এ.বি.সি. লিঃ, কনকর্ড ইঞ্জিনিয়ার্স এন্ড কনস্ট্রাকশন লিঃ, রানা কনস্ট্রাকশন কোম্পানী লিঃ, দি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ ছিল উল্লেখযোগ্য। যে কারণে আমাদের অবকাঠামো নির্মাণের গুণগতমান ছিল অনেক নিম্নতর। আমার মতে যেহেতু ইঞ্জিনিয়াররা এই ব্যবসায় আসতে চাইতেন না সে কারণেই এই অবস্থা। তাছাড়া তখনও ইঞ্জিনিয়াররা পাশ করার পর কোথাও না কোথাও একটা চাকুরী পেয়েই যেতেন। কিন্তু একটা সময় আসবে যখন তাদের জন্য চাকুরী পাওয়াটা কঠিন হবে। অতএব আমরা যদি এ ব্যাপারে এগিয়ে এসে ভবিষ্যতের ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য একটা পথ তৈরী না করি তাহলে তারা করবেটা কি। আমার ভাবতে ভালো লাগে যে আমার সেদিনের কথাগুলিই আজ বাস্তবে প্রমাণিত হয়েছে। একদিকে হাজার হাজার ইঞ্জিনিয়ার পাশ করে একটা চাকুরীর জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরছে অন্যদিকে বর্তমানে যত বড় বড় কনস্ট্রাকশন কোম্পানী বাংলাদেশে কাজ করছে তার অধিকাংশেরই মালিক ইঞ্জিনিয়ার। পাশাপাশি আমাদের অবকাঠামো নির্মাণের মানও অনেক উন্নত হয়েছে। কেউ হয়তো ভাবতে পারেন যে স্বপ্নপূরণের গল্প বলতে গিয়ে এসব কথা কেন বলছি। আসলে এসব আমার স্বপ্নেরই অংশ।

এবার আসি মূল কথায়। ছোট বেলায় বাবার সাথে লঞ্চ এ করে ঢাকায় আসতাম। লঞ্চ এ দেখতাম আমার সমবয়সী ছেলেরা দুই আনা'র বিনিময়ে জুতা পালিশ করছে। ওদের দেখে আমিও ভাবতাম যদি আমিও এটা করতে পারতাম তাহলে ওদের মতো কষ্ট করে আমিও কিছু পয়সা উপার্জন করতে পারতাম। ছোট বেলার ভাবনাটিই পরবর্তীতে আমার স্বপ্নে পরিণত হয়েছিল। অনৈতিক পথে না গিয়ে সম্পূর্ণ বৈধ পথে পরিশ্রম করে কিভাবে অর্থ উপার্জন করা যায় সেটাই ছিল আমার ব্রত। তবে এই অর্থ উপার্জন কি শুধুই নিজের বা নিজের পরিবারের জন্য? সম্ভবতঃ তা নয়। সৎপথে থেকে পরিশ্রম করে যে উপার্জন করছি তার একটা অংশ আল্লাহ্র অশেষ কৃপায় কিছু অসহায় মানুষের উপকরার্থে খরচ করার চেষ্টা করছি। এই জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ্র কাছে সবিনয় চিত্তে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

তাছাড়া গতানুগতিকতার বাহিরে থেকেও যে ভালো কিছু করা যায় সেই রকম একটা উদাহরণ তৈরী করাটাও ছিল আমার জীবনের অন্যতম স্বপ্ন যার বাস্তবায়নের চেষ্টা এখনও করে যাচ্ছি। আশা করি SEL পরিবার তথা সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রচেষ্টা ও আমাদের সকল গ্রাহক, ল্যান্ডওনার এবং শুভানুধ্যায়ীদের দু'আ এর বরকতে আমরা আরও এগিয়ে যাব।

ছোট বেলায় বাবার সাথে লঞ্চ এ করে ঢাকায় আসতাম। লঞ্চ এ দেখতাম আমার সমবয়সী ছেলেরা দুই আনা'র বিনিময়ে জুতা পালিশ করছে। ওদের দেখে আমিও ভাবতাম যদি আমিও এটা করতে পারতাম তাহলে ওদের মতো কষ্ট করে আমিও কিছু পয়সা উপার্জন করতে পারতাম। ছোট বেলার ভাবনাটিই পরবর্তীতে আমার স্বপ্নে পরিণত হয়েছিল। অনৈতিক পথে না গিয়ে সম্পূর্ণ বৈধ পথে পরিশ্রম করে কিভাবে অর্থ উপার্জন করা যায় সেটাই ছিল আমার ব্রত। তবে এই অর্থ উপার্জন কি শুধুই নিজের বা নিজের পরিবারের জন্য? সম্ভবতঃ তা নয়। সৎপথে থেকে পরিশ্রম করে যে উপার্জন করছি তার একটা অংশ আল্লাহ্র অশেষ কৃপায় কিছু অসহায় মানুষের উপকরার্থে খরচ করার চেষ্টা করছি।

কাজী ফাতেমা ফারজানা

সকলের নিকট দু'আ প্রার্থী

মেধাবী ছাত্রী **কাজী ফাতেমা ফারজানা** ২০১৫ সালে মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ থেকে এইচ.এস.সি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে GPA-5 (A+) পেয়ে সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে। ফাতেমা বর্তমানে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ এ অধ্যয়নরত। ডাক্তার হওয়া তার স্বপ্ন। কাজী ফাতেমা ফারজানা এস.ই.এল পরিবারের সদস্য **জনাব কাজী মোহাম্মদ আলী,** এক্সিকিউটিভ (ব্যাংক) এর একমাত্র মেয়ে। তিনি সকলের নিকট দু'আ প্রার্থী।

আপনিও লিখুন

এস.ই.এল পরিবারের সদস্য হলে আপনিও লিখতে পারেন '*এস.ই.এল বার্তা*'য়। জানাতে পারেন আপনার এবং আপনার পরিবারের সদস্যদের সফলতার কথা।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

এস.ই.এল বার্তা
এস.ই.এল সেন্টার (৩য় তলা)
২৯, বীর উত্তম কাজী নুরুজ্জামান সড়ক
পশ্চিম পান্থপথ, ঢাকা-১২০৫।
e-mail : selbarta@gmail.com

Quality comes first, Profit is its logical sequence

ISO 9001:2008

বর্ষপূর্তি আবাসন মেলা-২০১৫

তারিখ: ০৬-৩১ ডিসেম্বর, ২০১৫ | সময়: সকাল ১০টা-সন্ধ্যা ৬টা
স্থান: SEL সেন্টার (২য় তলা), পান্থপথ, ঢাকা

চলতি প্রকল্প সমূহঃ

গুলশান, উত্তরা, বসুন্ধরা, মহাখালি, মিরপুর, শ্যামলী, গ্রীন রোড
নর্থ সার্কুলার রোড, ইন্দিরা রোড, নীলক্ষেত, ঝিগাতলা, মালিবাগ
সেন্ট্রাল রোড, ইস্কাটন, পল্টন, বকশী বাজার, গেন্ডারিয়া
সাভার, কুমিল্লা, খুলনা ও চট্টগ্রাম

হটলাইন: ০৯৬৬৬ ৭৭ ৩৩ ৪৪

আকর্ষণীয় মূল্য ছাড়!
রেডি ফ্ল্যাটে প্যাকেজ মূল্য!

SEL Since 1983
A House of Total Quality, Trust & Faith
দি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ

ঢাকা অফিস:
SEL সেন্টার, ২৯ বীর উত্তম
কাজী নুরুজ্জামান সড়ক, পশ্চিম পান্থপথ, ঢাকা
ফোন: ৯১১৬৫৭২, ফ্যাক্স: ৯১২৬৫১৫
ই-মেইল: info@sel.com.bd

কুমিল্লা অফিস:
SEL কাজেম আনোয়ার টাওয়ার
কান্দিরপাড়, কুমিল্লা
ফোন: ০১৮১১৪৫৯০৪৭
০১৮১৯৫৫৮১৬১, ০১৮১১৪৫৫২৬৮

নতুন প্রকল্প চুক্তি স্বাক্ষর

গত আগস্ট ১১, ২০১৫ইং তারিখে প্লট নং- ২৩/১৫, ব্লক- বি, খিলজী রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকায় নতুন আবাসিক ভবন নির্মাণের জন্য চুক্তিনামা দলিল স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ল্যান্ডওনার ও এস.ই.এল. এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়সহ অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

গত আগস্ট ১৬, ২০১৫ইং তারিখে হোল্ডিং নং- ১৫২/২-ই, গ্রীন রোড, কলাবাগান, ঢাকায় **"এস.ই.এল. রহিমা আইয়ুব হেরিটিজ"** নামক আবাসিক ভবন নির্মাণের জন্য চুক্তিনামা দলিল স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ল্যান্ডওনার ও এস.ই.এল. এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়সহ অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

গত অক্টোবর ১০, ২০১৫ইং তারিখে প্লট নং- ৩১, রোড নং-১০, ব্লক- বি, বসুন্ধরা, ঢাকায় **"এস.ই.এল. রাশি"** নামক আবাসিক ভবন নির্মাণের জন্য চুক্তিনামা দলিল স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ল্যান্ডওনার ও এস.ই.এল. এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়সহ অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

নতুন প্রকল্প উদ্বোধন ও মিলাদ

গত অক্টোবর ১৪, ২০১৫ইং তারিখে প্লট নং- ৪৮৩, ৪৯০, ৪৯০/১, ৪৯১, বাগান বাড়ি, ডিআইটি রোড, মালিবাগ, ঢাকাস্থ **"এস.ই.এল. বাগানবিলাস"** নামক আবাসিক ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়। এ উপলক্ষে উক্ত প্রকল্পে মিলাদ ও দু'আ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

গত অক্টোবর ৩১, ২০১৫ইং তারিখে প্লট নং- ১০, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকায় **"এস.ই.এল. রীমা"** নামক আবাসিক ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়। এ উপলক্ষে উক্ত প্রকল্পে মিলাদ ও দু'আ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

প্রকল্প হস্তান্তর

গত আগস্ট ০১, ২০১৫ইং তারিখে প্লট নং- ১০/বি, রোড নং- ২/বি, সেক্টর- ১১, উত্তরা, ঢাকায় **"এস.ই.এল. সাতকাহন"** নামক প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক হস্তান্তর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে গ্রাহক, ল্যান্ডওনার ও এস.ই.এল. এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়সহ অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

গত আগস্ট ২১, ২০১৫ইং তারিখে প্লট নং- ৬২৯ ও ৬৩১, কান্দিরপাড়, কুমিল্লায় **"এস.ই.এল. ফাতেমা জাহানারা টাওয়ার"** নামক প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক হস্তান্তর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে গ্রাহক, ল্যান্ডওনার জনাব মনিরুল হক সাকু, মেয়র- কুমিল্লা সিটি করপোরেশন ও এস.ই.এল. এর পরিচালক (কারিগরী) মহোদয়সহ অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

গত আগস্ট ২৪, ২০১৫ইং তারিখে প্লট নং- ৪৩০/২, সেনপাড়া পর্বতা, কাফরুল, ঢাকায় **"এস.ই.এল. রোজ গার্ডেন"** নামক প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক হস্তান্তর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে গ্রাহক, ল্যান্ডওনার ও এস.ই.এল. এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়সহ অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

গত সেপ্টেম্বর ১০, ২০১৫ইং তারিখে প্লট নং- ৭০২, রোড নং- ১১, বায়তুল আমান হাউজিং, আদাবর, মোহাম্মদপুর, ঢাকায় **"এস.ই.এল. আনিস রেসিডেন্স"** নামক আবাসিক প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক হস্তান্তর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে গ্রাহক, ল্যান্ডওনার ও এস.ই.এল. এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়সহ অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

এস.ই.এল. এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিঃ মোঃ আব্দুল আউয়াল সাহেবের অমায়িক ব্যবহার আমাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে

প্রফেসর জাহানারা হক
প্রাক্তণ অধ্যক্ষ
সরকারী ইডেন মহিলা কলেজ ও সরকারী বাংলা কলেজ, ঢাকা

প্রফেসর জাহানারা হক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর অর্থনীতি বিভাগ থেকে অনার্স এবং ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয় (যুক্তরাজ্য) থেকে মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করে ইডেন কলেজ এ প্রভাষক পদে যোগদানের মাধ্যমে শিক্ষকতা জীবন শুরু করেন। এর পরে বদরুন্নেসা কলেজ, তিতুমীর কলেজ, ঢাকা কলেজ ও চট্টগ্রাম কলেজে সুনামের সাথে শিক্ষকতা করে প্রফেসর পদে পদোন্নতি পান। সুনামের সাথে ইডেন মহিলা কলেজ ও সরকারী বাংলা কলেজ এ অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। অবশেষে ১৯৯৫ সালে সরকারী বাংলা কলেজ থেকে অধ্যক্ষ পদে কর্মরত অবস্থায় অবসর গ্রহণ করেন। কর্মজীবনের শুরু থেকেই তিনি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাথে যুক্ত হন। তারই ধারাবাহিকতায় এখন পর্যন্ত নিজেকে বিভিন্ন সংগঠনের সাথে যুক্ত রেখেছেন। Bangladesh Economic Association , Business and Professional Women's Club, Women for Women সহ বহু প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত আছেন। অবসর জীবনে এসেও নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন সামাজিক উন্নয়নমূলক নানা কাজে। নিয়মিতভাবে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণাধর্মী লেখালেখি করছেন। তার গবেষণাপত্র দেশী-বিদেশী জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি রাজধানীর আজিমপুরস্থ "এস.ই.এল. অপরাজিতা" প্রকল্পের সম্মানিত ল্যান্ডওনার। এস.ই.এল. এর ব্যবসায়িক কার্যক্রম নিয়ে তার সাথে কথা বলেছেন - **আমানুল্লাহ নোমান**

কথায় কথায়

প্রফেসর জাহানারা হক
সম্মানিত ল্যান্ডওনার
এস.ই.এল. অপরাজিতা

এস.ই.এল. বার্তা ঃ এস.ই.এল. এর সাথে আপনার পরিচয় কিভাবে হলো?

প্রফেসর জাহানারা হক ঃ সঠিক দিন তারিখ আমি বলতে পারবোনা খুব সম্ভবতঃ ২০০৬ সালের শেষ দিকে আমাদের ৬/৯ শেখ সাহেব বাজারের দো'তলা ও সংলগ্ন চতুর্থ তলার বাম দিকটা বিক্রি করতে চাচ্ছিলাম। এর কিছুদিন পূর্বে আমি আমার স্বামীকে হারিয়েছি। কিন্তু দালাল, এলাকার খদ্দের ও মাস্তানদের উৎপাতে আমি খুব বিপদগ্রস্থ। এমতাবস্থায় আমার পরিচিত এক বান্ধবীর পুত্র আর্কিটেক সাফি আমাকে এস.ই.এল. এর সন্ধান দেয়। এর পরে আমি পান্থপথে এস.ই.এল. এর অফিসে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিঃ মোঃ আব্দুল আউয়াল সাহেবের সাথে দেখা করি। এর আগে আমার কখনো পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকলেও এস.ই.এল. এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিঃ মোঃ আব্দুল আউয়াল সাহেবের অমায়িক ব্যবহার আমাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। মাসখানের মধ্যে আমার বাড়ির সকল তথ্যাদি সম্পর্কে অবগত হয়ে জমিটা উন্নয়ন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমার Home Building এ সামান্য কিছু লোন ছিল তার দায়িত্বও তিনি নেন। এভাবেই শুরু হয় "এস.ই.এল. অপরাজিতা" প্রকল্পের কার্যক্রম।

এস.ই.এল. বার্তা ঃ ডেভেলপার হিসেবে এস.ই.এল.-কে কেন পছন্দ করলেন?

প্রফেসর জাহানারা হক ঃ পূর্বেই বলেছি এ ব্যাপারে আমার কোন প্রাকঃঅভিজ্ঞতা ছিলনা। ইঞ্জিঃ মোঃ আব্দুল আউয়াল সাহেবের কথাবার্তায়, তার Integrity ও Commitment সম্পর্কে জ্ঞাত হই। তিনি অচিরেই আমার একজন পরামর্শক হয়ে আমাকে মাতৃসমা মনে করে সকল সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসলেন। এ ছাড়াও এস.ই.এল. এর অন্যান্য স্টাফরাও আমাকে যথাযথ সম্মানের সাথে বিবেচনা করেছেন। এর মধ্যে জনাব মোঃ শাহজাহান সাহেবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যে কোন সমস্যা সমাধানের জন্য তাদের সহযোগিতার দ্বার উন্মুক্ত ছিল ।

এস.ই.এল. বার্তা ঃ এস.ই.এল. এর কোয়ালিটি ও কমিটমেন্ট সম্পর্কে কিছু বলুন।

প্রফেসর জাহানারা হক ঃ এস.ই.এল. এর লক্ষ্য ও Motto-তে লেখা আছে "Quality comes first, Profit is its logical sequence" কথাটা আমাকে দারুনভাবে আকৃষ্ট করে। বলাবাহুল্য পরবর্তীতে কাজ দ্বারা এস.ই.এল. তাদের কমিটমেন্ট পূরণ করেছে। এর মধ্যে মূল নক্শার আমূল পরিবর্তন করলেন আলোচনার ভিত্তিতে। যথাসময়ে কাজ শেষে দু'বছরের মধ্যে ২০০৯ সালের ৩১ জানুয়ারি বাড়িটি হস্তান্তর করলেন সুন্দর এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

এস.ই.এল. বার্তা ঃ এস.ই.এল. এর কোন দিকটি আপনার কাছে সবচেয়ে ভালো লেগেছে?

প্রফেসর জাহানারা হক ঃ সময়ের Commitment এস.ই.এল. এর একটি উল্লেখযোগ্য দিক। এছাড়া বাড়ি হস্তান্তরের পর নানা সমস্যায় এস.ই.এল. এর সহায়তা পেয়েছি। ল্যান্ডওনার এবং ফ্লাটওনারদের মাঝে একটি স্থায়ী বন্ধনের চেষ্টা করে দেন এস.ই.এল.। ফ্লাটওনারদের কাছে বাড়ী হস্তান্তরের জন্য ফ্লাটওনার্স এসোসিয়েশন গঠন করে দেয় এস.ই.এল.। ফ্লাটওনার্স এসোসিয়েশন গঠন পূর্ব এবং পরবর্তী তিন মাস পর্যন্ত সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ন করে এস.ই.এল.। হস্তান্তরের মনোরম অনুষ্ঠানে এস.ই.এল. এর পক্ষ থেকে এক সেট ডিনার সেট উপহার দেন। বক্তব্যে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিঃ মোঃ আব্দুল আউয়াল সাহেব বলেন যে, 'এটা পরস্পরের সৌহার্দ গঠনের প্রতীক হিসেবে দেয়া হলো। সবাই যেন একে অপরের বিপদ-আপদে গিয়ে আসেন।' এ ছাড়াও মাঝে মধ্যে সবাইকে গেট-টুগেদার করার পরামর্শ দেন।

এস.ই.এল. বার্তা ঃ এস.ই.এল. এর জন্য আপনার পরামর্শ কী?

প্রফেসর জাহানারা হক ঃ এস.ই.এল. এর আফটার সেলস সার্ভিস এর ব্যবস্থাপনা আরও উন্নত হওয়া প্রয়োজন। বাড়ীর ছোট মাঝারী কিংবা বড় সমস্যাদি যেমন পয়ো ও পানি নিষ্কাশন, গিজার পানি ট্যাংক, ইলেক্ট্রিক্যাল বা অন্য কোন সমস্যার জন্য এস.ই.এল. এর পর্যবেক্ষণ আরও নিবিড় ও ত্বরান্বিত সমাধান হওয়া উচিত।

বাড়ীর Maintenance এ বিশেষ করে সামনের View মাঝে মাঝে Reform ও Reformulate করলে একজন Builder এর পরিচিতি ও ইমেজ যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনি আবার বাড়ির সৌন্দর্য্য অটুট রাখবে।

প্রতিটি বাড়ির নিচে ও ছাদে সুশৃঙ্খল Gardening এর ব্যবস্থা করা উচিৎ। বিশেষ করে ছাদে কাপড় শুকানোর জায়গা ছাড়াও বাগান তৈরীর স্থায়ী ব্যবস্থা করে দিলে সুন্দর বাগান দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পরিবেশ উন্নত হবে।

এ ক্ষেত্রে এস.ই.এল. এর Motto "Quality comes first, Profit is its logical sequence" সত্যিকার অর্থে প্রতিফলিত হবে। সর্বোপরি আমি এস.ই.এল. এর কল্যাণ এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সু-স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

ভূমিকম্প বিষয়ক অভিজ্ঞতা অর্জনে নেপাল ভ্রমণ

'বহুতল ভবনের উপর ভূমিকম্পের প্রভাব' শীর্ষক বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে 'দি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ (SEL)' এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিঃ মোঃ আব্দুল আউয়াল এর নেতৃত্বে SEL পরিবারের ১৮ সদস্যের প্রতিনিধি দল সম্প্রতি ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত নেপাল ভ্রমণ করেন। উপরের ছবিতে মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সাথে SEL এর প্রতিনিধি দল। উক্ত প্রতিনিধি দল ৮ অক্টোবর থেকে ১১ অক্টোবর, ২০১৫ইং তারিখ পর্যন্ত নেপালে অবস্থান করেন।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে এস.ই.এল.

গত অক্টোবর ১৭, ২০১৫ইং তারিখে গাজীপুর জেলার কাপাসিয়াস্থ 'নামিলা আফতাব উদ্দিন মেমোরিয়াল জুনিয়র স্কুল' এর পঞ্চম শ্রেণিতে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সম্মাননা এবং দ্বিতল ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিতি ছিলেন 'দি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ' এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিঃ মোঃ আব্দুল আউয়াল। অনুষ্ঠানে তিনি দ্বিতল ভবনের ফলক উন্মোচন শেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। উল্লেখ্য, এস.ই.এল. নিয়মিত এ ধরনের সামাজিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে।

প্রশিক্ষণ কর্মশালা

সম্প্রতি এস.ই.এল. এর 'পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য' শাখার উদ্যোগে এস.ই.এল. রেডিমিক্স এন্ড কংক্রিট প্রোডাক্টস্ লিঃ (RMC) এর সংশ্লিষ্ট সকলের কর্মক্ষেত্রে 'নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য' বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে। প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারী সকলকে সনদপত্র প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় কোম্পানির মেডিক্যাল কনসালটেন্ট ডাঃ কে.এম. শাব্বির সাহেব ও সেফটি অফিসার শেখ আব্দুর রহমান সহ অন্যান্য সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

দি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ এর পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইঞ্জি. মো. আব্দুল আউয়াল, ২৯, পশ্চিম পান্থপথ, ঢাকা-১২০৫ কর্তৃক প্রকাশিত এবং আমানুল্লাহ নোমান কর্তৃক সম্পাদিত। ফোন : ৯১১৬৫৭২, ০১৮১৯-৫৫৮১৪১